গাংনীতে প্রতিবন্ধীর আত্ম*হত্যা

গাংনীতে গাছের সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে সোহেল রানা ওরফে ওসিল (৪০) নামে এক মানষিক প্রতিবন্ধী আত্মহত্যা করেছেন। সোহেল রানা এ উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের মৃত সামসুদ্দিন মোল্লার ছেলে।

শনিবার দিবাগত রাতে তার বাড়ির পাশের একটি কাঁঠালগাছের সাথে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে সে। স্থানীয়রা জানান, সোহেল রানা একজন মানসিক ভারসাম্য ছিলেন।

গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত মনোজিত কুমার নন্দী জানান, আত্মহত্যার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করা হয়েছে।সে একজন মানুষিক ভারসাম্যহীন প্রতিবন্ধী ছিলেন। পারিবারিক কোনো অভিযোগ না থাকায় সামাজিকভাবে দাফন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে বি এস এফে’র গুলিতে এক বাংলাদেশী নিহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ছোট বলদিয়া সীমান্তে বি এস এফ’র গুলিতে মুনতাজ আলী (৩৫)নামের এক বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। নিহতের লাশ বি এস এফ ভারতীয় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বি এস এফ।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মুনতাজ আলী
(৩৫) তার স্ত্রী বাড়িতে না থাকায় কয়েক জন সঙ্গীদের সাথে অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে মহিষ নিয়ে আসছিলেন। এসময় রাতের আধারে ৪ টি মহিষ নিয়ে ৮২/৮৩ মেইন পিলালের মধ্যেবর্তী তিন নং সাব পিলারের নিকট পৌছালে ভারতীয় বি এস এফ চোরাচালানীদের উপস্থিতি টের পেয়ে

৭/৮ রাউস্ড গুলি চালায়। এতে বিএসএফের গুলিতে মুনতাজ আলী ঘটনাস্থলে নিহত হয়।

এলকাবাসিরা বলেন দিনগত রাত ১২ টার দিকে ৪ টি মহিষ নিয়ে আসছিলো।ইতিমধ্যে ৩ টি মহিষ বাংলাদেশ সীমান্তে পৌছিয়েছে। এর মধ্যে একটা মহিষ নিয়ে আসতে গিয়ে বি এস এফ তার লক্ষ করে গুলি ছোড়ে।গুলিতে তার বুকের উপর লাগলে ঘটনাস্থলে নিহত হয় মুনতাজ আলী। তার মৃত্যর সংবাদ গ্রামে পৌছালে স্বজনদের কান্নায় ভারি হয়ে ওঠে এলাকার আকাশ বাতাস।

এ ঘটনায় ভারতের কৃষ্ণগঞ্জ থানার ওসি বাবিন মুখার্জী জানান,৯ অক্টোবর রোববার সকাল ১০ টায় ৩ এস পিলারের নিকট থেকে বি এস এফ’র গুলিতে নিহত বাংলাদেশী এক মহিষ ব্যবসায়ীর মরদেহ থানায় হস্তান্তর করেছে বিএসএফ সদস্যরা। অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে মহিষ নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে জানায় বিএসএফ সদস্যরা ।

এবিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর জানান একটি গুলিবিদ্ধ মহিশ সহ মুনতাজের লাশ বিএসএফ সদস্যরা উদ্ধার করেছে বলে জানতে পেরেছি, তবে মুনতাজের মরাদেহ বাংলাদেশে আনার আইনগত প্রক্রিয়া চালাচ্ছি। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি পরিচালক লে. কর্নেল শাহ মোহাম্মদ ইশতিয়াক জানান, ঘটনাটি শুনেছি। আমরা বিএসএফ’র সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।

কোটচাঁদপুরের অধিকাংশ গবাদিপশু ভুগছেন লাম্পি স্কিন ডিডিজে

কোটচাঁদপুরের অধিকাংশ গবাদিপশু ভুগছেন লাম্পি স্কিন ডিডিজ(এলএসডি)তে। নিশিদ্ধ ঔষুধে দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা। এতে করে

একই কথা বলেছেন,রানা আহম্মেদ,তিনি প্রাণী সম্পদ অফিসের ইআইপি প্রকল্পে আছেন। তিনিও নিষিদ্ধ ঔষুধ ব্যবহার করে চিকিৎসা দিচ্ছেন এ রোগের গরুগুলোর।

উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা (অতি)ডাঃ রেজাউল করিম বলেন,এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। তবে মৃতুহার কম আছে। এ রোগে ছোট বাছুর গরুর মৃত্যু ঝুকি বেশি রয়েছে।

তিনি বলেন,এ জেলার মধ্যে বেশি আক্রান্ত হয়েছে হরিণাকুন্ডুতে। ওই তুলনা কোটচাঁদপুরে কম আছে। আর এ রোগের তেমন কোন চিকিৎসা নাই। সাপোটিং চিকিৎসা দিয়ে পশুকে সুস্থ্য করতে হবে। আর এ রোগে কিটোপ্রোফেন ও ডাইক্লোফেন ব্যবহার করা যাবে না। স্থানীয়রা চিকিৎসকরা এ সব ঔষুধ সহ এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করছে,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,আমি কয়েকদিন হল এখানে যোগদান করেছি। এরপরও আমি খোজ খবর নিয়ে দেখছি। যদি তেমন প্রমান পাওয়া যায়, তাহলে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে জরিমানা করার ব্যবস্থা করা হবে।

নানা বাড়ী বেড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইবনে মায নামের দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার সকালের দিকে গাংনী শহরের ভিটেপাড়ায় তার নানা হারেজ আলী কসাইয়ের বাড়িতে এই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটে।

ইবনে মায মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি গ্রামের বুলবুল আহমেদের ছেলে।

তার পরিবার সূত্রে জানা গেছে সিড়ির নিচে থাকা পানির পাম্পের তার ধরে শিশুটি টানাটানি করছিল এ সময় বিদ্যুতের তার ছেড়ে গেলে সে বিদ্যুৎতায়িত হয়।

পরে তার পরিবারের লোকজন তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়।

পরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করে।

গাংনীতে নানা কর্মসুচীর মধ্যদিয়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী

মেহেরপুরে গাংনীতে নানা কর্মসুচীর মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (স.) পালিত হচ্ছে। আজ সকাল দশটার দিকে গাংনী দারুচ্ছুন্নাত মোখতারিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার পক্ষ থেকে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করা হয়।

শোভাযাত্রাটি গাংনী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভযাত্রায় অংশ গ্রহণকারীরা কলেমার দাওয়াত ও জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠানের সুপার হাফেজ মাও. নাজমুল হক, সহকারি শিক্ষক মাও. রুহুল আমিন, মাদ্রাসা ছাত্রবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন।
শোভাযাত্রা শেষে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বিশ্ব নবীর জীবনের উপর আলোচনা ও দো’আ মোনাজাত করা হয়।

আমঝুপিতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাইকেল আরোহী আহত

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে দ্রতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শমসের আলী (৭০) নামের এক বৃদ্ধ মারাত্মক আহত হয়েছে।

শনিবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। শমসের আলী বর্তমানে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শমসের আলী আমঝুপি গ্রামের উত্তর পাড়া গ্রামের চাঁন মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বাইসাইকেল যোগে শমসের আলী বারাদী যাচ্ছিলেন। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা মারে। এতে শমসের আলী মারাত্মক আহত হন।

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন।

মুজিবনগরে ইউপি মেম্বরের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

গ্রাম পুলিশ সাথে নিয়ে প্রতিবন্ধীর বাড়িতে বল প্রয়োগ করে বিরোধপূর্ণ জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর ও গ্রাম আওয়ামীলীগের সভাপতি সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ুর বিরুদ্ধে।

মুজিবনগরের ভবেরপাড়া গ্রামের বাজারপাড়া এলাকায় শনিবার সকালের দিকে এই ঘটনা ঘটে। ভবের পাড়া গ্রামের মাইকেল মল্লিকের ছেলে শিলন মল্লিক এই অভিযোগ করেন।

এসময় বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর রফিক উদ্দীন, বাবুল মল্লিক, সোহরাব হোসেনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

শিলন মল্লিক বলেন, বাজারপাড়া এলাকায় একই স্থানে আমার ও আমার ভাইয়ের নামে ৩ শতক জমি রয়েছে। পাশেই চাচাত ভাই ভবেরপাড়া ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর ও আওয়ামীলীগের সভাপতি সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ু–র ৩ শতক জমি আছে। ঝড়ু– মেম্বরের সাথে আমাদের পাশের একটি জমি অ্যাওয়াজ করা আছে।

শনিবার সকালের দিকে গ্রাম পুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য মেম্বরদের সাথে নিয়ে জোর করে জমি দখলে নিয়ে বেড়া দেয়। এসময় ঝড়ু– মল্লিক তার স্ত্রীর বিউটি ও তাদের আমাদের লোকজনকে মারপিট করেন।

ভবেরপাড়া ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ও স্থানীয় বাগোয়ান ইউনিয়নের মেম্বর সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ু– বলেন, ওই জমি আমার চাচা কাইতান মল্লিকের কাছ থেকে কিনেছি। ওদের এবং আমার জমি পাশাপাশি। আমি আমার জমির বেড়া তুলে সেখানে ঘীরে নিয়েছি। ওদের জমি তো আমি দখল করিনি। আমি বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।

তবে আগামীকাল সোমবার দুপক্ষেরই জমির দলিল ও কাগজপত্র দেখে সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

মেহেরপুরে গলাই ফাঁস দিয়ে বৃদ্ধার আত্ম*হত্যা

পারিবারিক কলহের জের ধরে আফিয়া খাতুন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আফিয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মৃত আনিসুর রহমানের স্ত্রী।

শনিবার (৮ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দেন।

পারিবারিক সূতের বরাত দিয়ে স্থানীয়রা বলেন, পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দেন। এসময় পরিবারের সদস্যরা তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর – ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল

হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

মেহেরপুর – ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

কোটচাঁদপুরে প্রতারক চক্রের কবলে পড়ে খোয়ালেন ইজিবাইক

কোটচাঁদপুরে যাত্রী সেজে ইজিবাইক নিয়ে পালিয়েছেন প্রতারক চক্র। শনিবার বেলা ১১ টায় এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের দুধসরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায়।

ভুক্তভোগী জামাল মন্ডল বলেন,বেলা ১১ টা। যাত্রী সেজে আমার ইজিবাইক ভাড়া করেন। বলেন দুধসরা বাসস্ট্যান্ডে যাবার জন্য। এরপর দুধসরা পৌঁছে কাঁদতে থাকেন। এরপর আমাকে পাশের একটা বাড়ি দেখিয়ে, ভাই তাঁর মায়ের অসুস্থ্যতার খবরটি দিয়ে আসতে বলেন। আমি সরল বিশ্বাসে খবর দিতে যায়। পরে ফিরে এসে ইজিবাইক আর ওই যাত্রী দেখতে পায়নি।

এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জামাল মন্ডল।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক ফরিদ আহমেদ বলেন, ইজিবাইক চুরি ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ

ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে রঘুনাথপুর একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ১০ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ১০ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে লোকনাথপুর একাদশ বনাম রঘুনাথপুর একাদশ।

খেলায় লোকনাথপুর একাদশ কে ৫-০গোলে হারিয়ে প্রথম রাউন্ডে বিদায় জানালো রঘুনাথপুর একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ১৯৬১ সালের জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের গোল রক্ষক মুন্নাফের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় রঘুনাথপুর একাদশের ১০নং জার্সি পরিহিত দিপু কে।

প্রধান অতিথি ৯০ বছর বয়সের গোল রক্ষক মুন্নাফ বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। একজন ভালো খেলোয়াড় হতে হলে, সেই ব্যক্তিকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কোন কিছুর ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যারা যত প্র্যাকটিস করেছে তারা তত জয় লাভ করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো,মালেক ভুঁইয়া, আব্দুল খালেক, রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ ও আজমল।